

জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল আলীর ‘বিজ্ঞতাসুলভ’ রচনার উত্তরে

অভিজিৎ রায়

www.mukto-mona.com

যুক্তি গ্রহণের ব্যাপারে কিছু কিছু মানুষের অপারগতা আছে জানতাম। জনাব আলীর (নামের আগে প্রকৌশলী জুড়ে দেবার লোক দেখানো রীতিটা না করলেই কি নয়?) উত্তরটা পড়ে ধারণাটি আরো দৃঢ় হল। উনি তার প্রবন্ধে যা যা লিখেছেন তার নব্বই শতাংশই লিখেছেন ভুল অনুমান থেকে। আর বাকী দশভাগ লেখায় করেছেন যথেষ্ট মিথ্যাচার। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। উনি ধরেই নিয়েছেন আমি ভারতীয়। কেন? বোধ হয় আমার আরবী বিবর্জিত অনৈসলামিক নাম দেখে। তিনি তার প্রবন্ধ শেষও করেছেন এই বলে - ‘যদি ভিন্নমত ভারতীয়রা চালান তবে....’। না রে ভাই, এই অধম বাংলাদেশী, একেবারে খাঁটি বাংলাদেশী। ‘বাংলাদেশ’ নামের এই দেশটা আমার। আমি এই দেশটিতে জীবনের প্রায় পুরোটুকুসময় কাটিয়েছি। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যা-নিকেতনে পড়ালেখা করে অবশেষে মোজাম্মেল সাহেবের মতই ‘প্রকৌশলী’ হয়েছি; এই দেশটার জন্য আমার পরিবার সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে। ৭১ এ আমার বাবা যুদ্ধ করেছে দেশটার জন্য। আমি ভারতীয় নই- বিশ্বাস করুন, ভারতে আমাদের কানা কড়ি জমিও নাই। কালে ভদ্রে কখনো কলকাতায় বেড়াতে গেলে কোথায় থাকব ভেবে উঠতে পারি না। যা হোক, এগুলো এখানে বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্যটি হল, ‘অভিজিৎ রায়’ নাম দেখেই কাউকে ভারতীয় বলে ভেবে নেওয়ার প্রবণতাটি খুবই ভুল; লজিকের ভাষায় এ ধরনের ভুলকে বলে ‘The fallacy of Sweeping generalization/Dicto simpliciter’।

মোজাম্মেল সাহেব আমাকে ইসলামের ব্যাপারে ‘অজ্ঞ’ বলেছেন। এতে অবশ্য আমার মনে করার কিছু নেই। আমি তো অজ্ঞই। তবে এই অজ্ঞতার কারণ হিসেবে মোজাম্মেল সাহেব যেটি ধরে নিয়েছেন তাতে এই অধমের কিছু বলবার আছে। মোজাম্মেলের বক্তব্য অনুযায়ী, অভিজিৎ রায় ইসলাম বিষয়ে অজ্ঞ, কারণ অভিজিৎ রায় ‘হিন্দু’। এ ধরনের উলটো পালটা আক্রমণকে লজিকের ভাষায় বলা হয় ‘Argumentum ad hominem’। নীচে এ ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণের কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক -

- ১) অভিজিৎ রায় ইসলাম আর জিহাদ নিয়ে যা লেখে তা ভুল, কারণ অভিজিৎ তো হিন্দু।
- ২) ফতেমোল্লার লেখাকে এত গুরুত্ব দেবার তো কিছু নেই কারণ উনি তো ছদ্মনামে লেখেন।

৩) হুমায়ুন আজাদ তার ‘নারী’ বইয়ে ধর্ম আর নারীদের নিয়ে যে সব মনতব্য করেছেন তা মিথ্যা, কারণ হুমায়ুন আজাদ নারী নন, আর ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিকও নন। ইত্যাদি।

হিন্দু হলেই কেউ ইসলাম বিষয়ে অজ্ঞ না ও হতে পারে। মোজাম্মেল বোধ হয় ভুলে গেছেন যে, কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদক ছিলেন হিন্দু। আমি অবশ্য সে রকম জ্ঞানী-গুনি কিছু নই। নিতান্ত ছা-পোষা মানুষ। জ্ঞানের কমতির কারণে আমার প্রবন্ধে ভুল-ভাল থাকতেই পারে। মোজাম্মেল সাহেবের কাছে অনুরোধ তিনি যেন সেই ভুলগুলো ধরিয়ে দেন, আমি ব্যক্তিগত জীবনে মুসলিম, হিন্দু নাকি খ্রীষ্টান সে সম্বন্ধে কোন বাড়তি কৌতুহল না দেখিয়ে। আর তা ছাড়া ইন্টারনেটের জগতে এই ‘অভিজিৎ রায়ের’ আলাদা কোন তাৎপর্য আছে কি? আমার আসল নাম কলিম শেখও হতে পারে কিংবা হতে পারে জর্জ ফার্নান্দেজ অথবা হো-চি-মিন। তাতে বিশেষ কিছু এসে গেল কি? তাতে আমি মুহম্মদ বা জিহাদ সম্বন্ধে যা লিখেছি তা কি মিথ্যা হয়ে গেল? বেশিরভাগ লেখকই এই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না। তারা প্রায়শঃই বক্তব্য খন্ডন না করে বক্তার Background নিয়ে উৎসাহিত হয়ে পড়েন।

মোজাম্মেল সাহেবের উৎসাহ এবার কিছুটা হলেও নিবারণ করা যাক। আমার Background নিয়ে তিনি আসলে ভুল ধারণা করেছেন। তাঁর অবগতির জন্য জানাই, ব্যক্তিগত জীবনে আমি হিন্দু নই, আমি নাস্তিক। আমি বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করি না, জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রমকে ঘৃণা করি, গো-হত্যার ধর্মীয় নিষেধ মানি না, মূর্তি-পূজাও করি না। ‘অভিজিৎ রায়’ নামটি ছাড়া প্রবন্ধের কোন অংশটি পড়ে তার কাছে ‘হিন্দু’ বলে মনে হয়েছে তা জানালে বাধিত হতাম। যা হোক এবার মূল প্রসঙ্গে আসি।

জিহাদ নিয়ে আমাকে জ্ঞান দান করার আগে উনি জিহাদ নিয়ে একটু পড়ে নিলে ভাল হত না? জিহাদ মানেই তো হচ্ছে ‘ধর্মযুদ্ধ’। এই ব্যাপারে কোন আলেম-ওলামার কোন দ্বিমত নেই। আরও পরিস্কার করে বললে বলতে হয় এই ধর্মযুদ্ধ (আবশ্যিকভাবে) করতে বলা হয়েছে মূলতঃ অমুসলিম বা অধার্মিকদের বিরুদ্ধে (Jihad al-kuffar এবং Jihad al-munafiqeen এই ধরনের শব্দগুলির ব্যবহার এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়); মুসলিমদের মধ্যে নয়। মুসলিমরা তো আবার ভাই-ভাই। তাই ‘ভাইয়ে ভাইয়ে’ যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে সর্বত্র। ইহুদি, নাসারা, অমুসলিম, অধার্মিক, কাফিররা তো আর ইসলামের চোখে ভাই নয়। তাই তাদের উপর ‘নারায়ে তাকবির’ বলে ঢাল-তলোয়ার হাতে ঝাপিয়ে পড়তে বোধ হয় কোন অসুবিধা নাই। ইসলামের ইতিহাস মূলতঃ তাই কাফিরদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের এক রক্তাক্ত ইতিহাস। আত্মরক্ষার খাতিরে এই ধর্মযুদ্ধ - এই ধরনের সাফাই আজ গাওয়া হলেও বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। ইসলামের প্রচারক মুহম্মদ তার জীবনে আটাত্তরটি ধর্মযুদ্ধ

করেছেন, আর তার মধ্যে মাত্র একটিকে ‘আত্মরক্ষার খাতিরে যুদ্ধ’ হিসেবে ধরা যেতে পারে, বাকী সবগুলোই ছিল বুশ সাহেবের ইরাক আক্রমণের মত আগ্রাসী যুদ্ধ (এখানে লক্ষ্যণীয় যে এই ইসলামিস্টরা বুশের আগ্রাসী যুদ্ধকে ঠিক যতটা ঘৃণা করেন, ঠিক ততটাই কিন্তু পছন্দ করেন মুহম্মদের কাফির মেরে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যুদ্ধকে)। জনাব মোজাম্মেল নরহত্যার কারণে আথবা জান বাঁচাতে জিহাদ করাকে জায়েজ বলেছেন। মোজাম্মেলের অবগতির জন্য জানাই মুহম্মদের জীবন কখনই বিপদের মধ্যে ছিল না। সম্রাট বুশের মতই নিরুপদ্রপ আর নিরাপদ ছিল তার জীবন। তিনি এমন নয় যে কারো দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন বা আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিলেন। জনাব মোজাম্মেল বলেছেন এক শঠ ইহুদী নাকি মুহম্মদের নিদ্রারত অবস্থায় তরবারী উচিয়ে ধরেছিলেন। তাই মুহম্মদকে অমন নিষ্ঠুর হতে হয়েছিল। এমন গালগল্প তিনি কোথায় পেলেন? মক্কাবাসীরা কখনই মুহম্মদ বা অন্য মুসলিমদের উপর আক্রমণ করেননি বা করার চেষ্টা করেন নি। বরং মুহম্মদই সেসময় মক্কা থেকে অন্যত্র সরে গিয়ে নিজের লোকবল আর সৈন্য-সামন্ত বাড়ানোর উদ্যোগ নেন আর মক্কাবাসীদের ভয় দেখান এই বলে - তারা যদি তার সাথে যোগ না দেয় তারা দোজখের আগুনে পুড়বে (সূরা ৪:৯৭)। মক্কাবাসীরা কখনই মক্কা থেকে কাউকে তাড়িয়ে দেয় নি (যেটা কিনা ঢালাও ভাবে এখন প্রচার করা হয়)। বরং তাদের কিছু প্রিয়জন মুহম্মদের ছল-চাতুরীতে বিভ্রান্ত হয়ে তার জিহাদী দলে যোগ দেওয়ায় তারা বরং ব্যথিতই ছিল (আপনার ছোট ভাই আজ আপনাদের ফেলে রেখে লাদেন-জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানে গিয়ে আল-কায়দায় যোগ দিলে আপনার যেমন লাগবে আরকি)। শক্তি সঞ্চয়ের পর বুশ সাহেবের ইরাক আক্রমণের মত মুহম্মদেরও মক্কা আক্রমণের জন্য একটি ছুতা দরকার। ছুতা পেতে আর অসুবিধা কি আল্লাহ যখন মুহম্মদের পাশে আছেন! মুহম্মদ আল্লাহকে দিয়ে একটা সূরা নাজিল করিয়ে নিলেন, যেখানে ‘অনুমান করা’ হল মক্কাবাসীরা নাকি মুহম্মদের মত ষড়যন্ত্র করছে -

"And call to mind when the unbelievers plotted against thee, that they might detain thee, or slay thee, or expel thee. Yea, they plotted; but God plotted likewise. And God is the best of plotters." (Q.8: 29)

কি অদ্ভুত মিল। আজ যেমন বুশ বাহিনী দাবী করে চলেছে সাদ্দাম নাকি আমেরিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, বুশ ইরাক আক্রমণ না করলে নাকি সাদ্দামই আমেরিকা আক্রমণ করত! টনি ব্লেয়ার আর বুশ বাহিনীর মত আল্লাহ-মুহম্মদ সম্মিলিত বাহিনী মিলে তখন মক্কাবাসীদের গলায় ষড়যন্ত্রের মালা পড়িয়ে দিলেন আর মক্কা আক্রমণের পায়তারা করলেন! আর আক্রমণ পরবর্তী নিষ্ঠুরতার কথা না হয় নাই বা বললাম।

মোজাম্মেল সাহেব ইসলামকে আর মুহম্মদকে defend করতে গিয়ে অনর্থক আকবরকে টেনে আনলেন আর সেই সাথে আরেকবার Red herring falacy করে বসলেন। বাদশাহ আকবর সেকুলার বলে কি মুহম্মদও সেকুলার? কোথায় আগরতলা আর কোথায় চৌকির তলা (কামরান মির্জার ভাষায় বট গাছের সাথে ভেরেভা গাছের তুলনা)! উনি আকবর সম্বন্ধে এত ভাল ভাল কথা বললেন, কিন্তু একটি প্রয়োজনীয় তথ্য বেমালুম চেপে গেলেন। বাদশাহ আকবর যদি ইসলামের জন্য এত নিবেদিতপ্রাণ হবেন, তবে তিনি দ্বীন-ই-ইসলাম নামে নতুন ধর্ম চালু করতে চেয়েছিলেন কেন? কারণটা পরিস্কার। ইসলামের সঙ্কীর্ণ শিক্ষা আকবরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি বালুর মধ্যে (পড়ুন কোরানের পাতায়) নাক-মুখ গুজে না রেখে মুখ তুলে উপরে তাকাতে পেরেছিলেন বলেই মানসিংহকে সেনাপতি করতে পেরেছিলেন, হিন্দুদের সভাসদ করতে পেরেছিলেন। ক’জন লোক আকবরের মত হয়? আহমেদ শরীফ আর কবীর চৌধুরী সেকুলার বলে কি বাংলাদেশের সকল মানুষই সেকুলার হয়ে গেল নাকি? আকবরকে দিয়ে ইসলামকে defend করার চেষ্টা কবীর চৌধুরীকে দিয়ে বাংলাদেশের বিন লাদেনের সমর্থকদের ‘liberal’ প্রমাণ করার মতই হাস্যকর।

একটা কথা এপ্রসঙ্গে বলা দরকার। আমি বুশ বাহিনীর আগ্রাসী মনোভাবের সমর্থক নই (বরং চরম বিপক্ষে), কিন্তু তার পরও মনে করি বুশ বাহিনীর অন্যায় যুদ্ধের সাথে ৭১ এ পাক-বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের অবশ্যই মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। এটা সত্য যে আমেরিকান বাহিনী সাদ্দামের প্রাসাদ সহ ইরাকের বহু জায়গায় বেদম বোমা ফেলেছে, তার মধ্যে বেশ কিছু বেসামরিক জায়গাও রয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন - আপনারা একটি উদাহরণও হাজির করতে পারবেন না যেখানে বুশ বাহিনী জোড় করে কারো বাড়িতে ঢুকে কোন ইরাকি মেয়েকে ধর্ষণ করেছে বা আর্মি জেনারেলদের হাতে ইরাকী মেয়েদের তুলে দিয়েছে। আফগানিস্তানেও তাই। বিন লাদেন কে খুঁজতে গিয়ে আমেরিকানরা যত্র তত্র বোমা মেরেছে ঠিকই কিন্তু কোন আফগানী রমণী বুশ-বাহিনীর লালসার স্বীকার হয় নি। আর অপরপক্ষে বাংলাদেশে আক্রমণের পর পাক-বাহিনীর অন্যতম উপাদেয় Targetই ছিল বাংলার নারীরা। প্রায় দু লক্ষ মেয়ে সেসময় হয়েছিল পাক বাহিনীর লালসার স্বীকার। এখানেই সভ্যতার আগ্রাসনের সাথে বর্বরতার পার্থক্য। ৭১ এ পাকবাহিনীকে তাদের কাজ-কর্মের জন্য যদি বর্বর বলা হয়, তবে তো বলতেই হয় মুহম্মদ ছিলেন বর্বর to the power infinity. লুট-পাট, হত্যা আর নারী লোলুপতায় তার মত চরিত্র ইতিহাসে পাওয়া ভার। মোজাম্মেল সাহেব অবশ্য ব্যাপারটাগুলোকে খুব সরলীকরণ করে বলেছেন, ‘আমার সম্পত্তি কেউ জোড় করে নিতে চাইলে তাকে বাঁধা দেওয়াটাই জিহাদ।’ খুবই ভাল কথা। যত ইচ্ছা বাধা দিন না! কে নিষেধ করেছে? কিন্তু উনি যদি ভেবে থাকেন, তাঁর মহানবীও তাঁর মত শুধু সম্পত্তি বা জীবন রক্ষা করতেই ‘জিহাদ’ করেছেন, তা হলে

তিনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন। অভিজিৎ রায়ের ‘অজ্ঞতা সুলভ’ লেখায় আপনার বিশ্বাস না হলে বুখারীর স্মরণ নিন। বুখারীকে মহানবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সেই বুখারী পর্যন্ত বনি আল মুস্তালিকের উপর আগ্রাসনকে বর্ণনা করেছেন এভাবে -

"Narrated Ibn Aun:

I wrote a letter to Nafi and Nafi wrote in reply to my letter that the Prophet had suddenly attacked Bani Mustaliq without warning while they were heedless and their cattle were being watered at the places of water. Their fighting men were killed and their women and children were taken as captives; the Prophet got Juwairiya on that day. Nafi said that Ibn 'Umar had told him the above narration and that Ibn 'Umar was in that army." (Volume 3, Book 46, Number 717)

একই ধরনের হাদিস দেখতে পাওয়া যাবে সহী মুসলিম বুক ০১৯, হাদিস নং ৪২৯২ এ যা কিনা উপরের ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে। আরেকজন জীবনীকার এ প্রসঙ্গে লেখেন -

Ibn 'Aun reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) made a raid upon Banu Mustaliq while they were unaware and their cattle were having a drink at the water. He killed those who fought and imprisoned others. On that very day, he captured Juwairiya bint al-Harith. Nafi' said that this tradition was related to him by Abdullah b. Umar who (himself) was among the raiding troops." (Book 019, Number 4292)

আজও এই দুনিয়ায় প্রায় ১.২ বিলিয়ন লোক এই নিষ্ঠুর মানুষটিকে ‘the perfect example and a messenger of God.’ হিসেবে মেনে চলেছে!

জনাব মোজাম্মেল আমাকে আরও প্রশ্ন করেছেন এত যুদ্ধ ধ্বংস করার পরও আলেকজান্ডার ‘গ্রেট’ হবেন কেন। আলেকজান্ডার ‘গ্রেট’ কিনা জানি না (আমার মতে তো অবশ্যই তিনি গ্রেট নন), তবে যুদ্ধবাজ তো বটেই। কিন্তু আমি মনে করি যুদ্ধবাজদের মধ্যে তারাই নিকৃষ্ট যারা কিনা যুদ্ধ করার পাশাপাশি শিশু আর নারীদেরও রেহাই দেয়নি। নিকৃষ্টতম সেই যে কিনা নরহত্যার জন্য বেহেস্তের আয়তলোচনা ছর-পরী আর তরুণ গেলমানদের লোভ দেখিয়েছে আর যুদ্ধ জয়ের পর সেখানকার মেয়েদের মালে-গনিমত (spoil of war) আখ্যা দিয়ে নিজেদের উপভোগের জন্য ব্যবহার করেছে। মুহম্মদ নিজেই ছিলেন

উপরের সবগুলো দুস্কর্মে সিদ্ধ হস্ত। মোজাম্মেল সাহেব আলেকজান্ডার গ্রেট কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন কিন্তু যে মুহম্মদ বনি আল মুস্তালিক, কুরাইজা আর নাদিরের উপজাতিদের উপর বর্বর আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার সুন্দরী মেয়েদের (উদাহরণ : Javiryah, Rayhanah and Safiyah) উপভোগের জন্য অধিগ্রহণ করলেন (এর মধ্যে মুহম্মদ ১৭ বছরের অনিন্দ্যসুন্দর ইহুদী রমণী Safiyah কে উপভোগ করেন সেই দিনই যে দিন মুহম্মদ ও তার অনুসারীরা Safiyah র বাবা ভাই সহ তার আরও আনেক আত্মীয়দের নৃশংসভাবে হত্যা করেন), ৬ বছরের শিশু আয়েশাকে বিয়ে করে ৯ বছর বয়সে নিজের শয্যা-শজিা করলেন (যখন তার নিজের বয়স ৫৪), ২০০০ বছরের পুরোন ইহুদী কমিউনিটির উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করলেন, বিভিন্ন সময়ে গুপ্তহত্যা, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনে নিজেকে নিয়োজিত করলেন তার ‘নবীত্ব’ নিয়ে কোন প্রশ্ন করেন না! এত কিছু করার পরও তিনি নাকি সর্বযুগের শ্রেষ্ঠতম মানুষ!

মোজাম্মেল সাহেব তার প্রবন্ধে জিহাদের সংগা দিয়েছেন নিজের মনোমত, কোন রেফারেন্স ছাড়াই। বলতে চেয়েছেন, জিহাদ নাকি করা হয় সম্পত্তি বাঁচাতে, নয়ত জীবন বাঁচাতে। আরও বলেছেন অহিংসা-নীতির অনুসরণকারীরা সব নপুংসক। এধরনের মনতব্যের আসলে কোন জবাব হয় না। তবু এ মুহূর্তে আমি তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি যে মোজাম্মেল সাহেবের দেওয়া জিহাদের সংগা সঠিক। কিন্তু তার দেওয়া সংগা সঠিক ধরে নিলে যে কোন চিন্তাশীল মানুষের মনেই নীচের প্রশ্নগুলো দেখা দিবে -

১) ইসলাম ধর্মের প্রচারক হজরত মুহম্মদ নিজেই কেন সম্পত্তি বা জীবন বাচানোর তাগিদ ছাড়াও জিহাদ করেছেন? এমনকি বহুবার নিরস্ত্র অবস্থায়ও সেনাদের হত্যা করেছেন, লুটপাট করেছেন, শিশু আর নারীদের বন্দি করেছেন, উপভোগ করেছেন ? ডঃ আলী সিনার ভাষায়,

Muhammad lived a less than holy life. His lust for sex, his affairs with his maids and slave girls, his pedophilic relationship with Aisha a 9-year-old child at the age of 53, his killing sprees, his massacre and the genocide of the Jews, his slave making and trading, his assassination of his opponents, his raids and lootings of the merchant caravans, his burning of the palm plantations, his destroying the water wells, his cursing and invoking evil on his enemies, his revenge on his captured prisoners of war and his hallucinations about having sex with his wives when he actually

did not, disqualify him as a sane person let alone a messenger of God ’

কিভাবে বুঝব যে জিহাদের ব্যাপারে মোজাম্মেল সাহেবের সঙ্গাই সঠিক নাকি মহানবীর স্থাপন করা দৃষ্টান্তই সঠিক ?

২) কোরানের একটি আয়াতের দিকে তাকানো যাক -

9:29: Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Books (Jews and Christians), until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.

অথবা -

47:4: If you meet those who are infidels or non-believers, you cut their heads off and tie things around their necks, start a war and God will give victory and those who will die in the war fighting God will not forget their acts.

এ ধরনের শ’খানেক আয়াতে কোরান আর হাদিস পূর্ণ যা ইসলামী সেনাদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত। কিভাবে বোঝা যাবে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেই শুধু এগুলো প্রযোজ্য? কে সিদ্ধান্ত নেবে? কিভাবে নেবে?

৩) আজ পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায়, হাজার খানেক জিহাদী সংগঠন যেমন - ইসলামিক জিহাদ, হামাস, হরকত-উল-জিহাদ, হরকত-উল-মুজাহিদিন, জেইস-মুহম্মদ, জিহাদ-এ-মুহম্মদ, তাহরিখ-এ-নিফাজ-সারিয়াত-এ-মুহম্মদ, আল-হিকমা, আল-বদর-মুজাহিদিন, জামায়ে ইসলামিয়া, হিজাব-এ-ইসলামিয়া আজ সারা পৃথিবী জুড়ে কায়েম করছে এক ত্রাসের রাজত্ব। এদের সবাই কি শুধু সম্পত্তি বাঁচাতেই আর জীবন বাঁচাতেই জিহাদ করছে?

জনাব মোজাম্মেল যদি একটু কষ্ট করে উপরে জিহাদ বিষয়ক তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন, তা হলে ভবিষ্যতে আমার উত্তর দিতে খুব সুবিধা হয়। তবে আমাকে অজ্ঞ-হিন্দু ভেবে যদি এ প্রশ্নগুলো এড়িয়ে জান, অথবা পেশাগত ব্যস্ততায় সময় না পান, তবুও আমার কোন ক্ষোভ থাকবে না, বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে কারণটি হবে সহজেই অনুমেয়।

May 4, 2003